নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা।

P.O	C.I	S.O
A.D(ad)	INS(HO)	Co-Ord.
A.D(Com)		

নং- নৌপম/জা-২/৮(৮)/২০০২-১৫৮

তারিখ ঃ ১২ বৈশাখ ১৪১৩
২৫ এপ্রিল ২০০৬

অফিস আদেশ

আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির আলোকে বাংলাদেশ মেরিটাইম সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ/সুপারিশ প্রদান/নীতি নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সদস্য সমন্বয়ে "বাংলাদেশ ন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল" পুর্নগঠন করা হলোঃ

১)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	ঃ	সভাপতি
২)	যুগ্ম-সচিব (প্রঃ), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৩)	যুগ্ম-সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
৪)	মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	ঃ	সদস্য
৫)	মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
৬)	মহা-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
৭)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	ঃ	সদস্য
৮)	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	ঃ	সদস্য
৯)	চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	ঃ	সদস্য
১০)	চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	ঃ	সদস্য
১১)	কমানডেন্ট, মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম	ঃ	সদস্য
১২)	এসিএনএস (অপারেশন), বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী	ঃ	সদস্য
১৩)	সভাপতি, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	ঃ	সদস্য
১৪)	সভাপতি, বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি	ঃ	সদস্য
১৫)	সভাপতি, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন	ঃ	সদস্য
১৬)	সভাপতি, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ	ঃ	সদস্য
১৭)	বাংলাদেশে অবস্থিত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি সমূহের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১৮)	সভাপতি, নটিক্যাল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ	ঃ	সদস্য
১৯)	সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ার্স	ঃ	সদস্য
২০)	সভাপতি, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	ঃ	সদস্য
২১)	মহা-পরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য-সচিব।

২.০ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ-

২.১ বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন এর প্রবিধান বাস্তবায়ন, আইএমও'র ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর সাথে সংযোগ সংরক্ষণ;

২.২ কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য এতদসংক্রান্ত জাতীয় আইনের সংশোধন/নীতি নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রণয়ন;

২.৩ বাংলাদেশ মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা;

২.৪ মেরিটাইম সংক্রান্ত বিভন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন ও তা বাস্তবায়ন;

২.৫ বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্য বহরকে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, প্রতিযোগিতামূলক ও যুগোপযোগী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রণয়ন;

২.৬ কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্যকে কো-অপট্ বা সভার আলোচ্যসূচী অনুসারে সংশ্লিষ্ট যে কোন কর্তৃপক্ষ/সংস্থার প্রতিনিধিকে সভায় আহবান করতে পারবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ৯৫৫০৭৮৬

দিন লিপি নং.....তারিখ.....
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

বিতরণঃ

১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, সল্টগোলা, চট্টগ্রাম।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রঃ), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, হেড কোয়ার্টার, ডিওএইচএস, বারিধারা, ঢাকা।
৫। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, প্লট নং ই/১৬, আগারগাঁ, ঢাকা।
৬। মহা-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৭। মহা-পরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৯। চেয়ারম্যান, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা, বাগেরহাট।
১০। চেয়ারম্যান, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন (৬ষ্ট তলা), ১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১। কমানডেন্ট, মেরিন একাডেমী, জুলদিয়া, চট্টগ্রাম।
১২। এসিএনএস (অপারেশন), বাংলাদেশ নেভী, সদর দপ্তর, ৫ বনানী, ঢাকা।
১৩। সভাপতি, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১৪। সভাপতি, বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি, ৪/এফ, টিসিবি ভবন, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৫। সভাপতি, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম।
১৬। সভাপতি, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ, মুন ম্যানশন, ১২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১৭। বাংলাদেশে অবস্থিত ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি সমূহের প্রতিনিধি প্রঃ Germanisher Lloyds Bangladesh, স্যুট নং ৭০২ (৭ম তলা), সাউথ ল্যান্ড সেন্টার, ৫, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
১৮। সভাপতি, নটিক্যাল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ, বাড়ী নং ৩০৬ বি রোড নং-২, আগ্রাবাদ, চট্রগাম।
১৯। সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ার্স, বাড়ী নং ২৬১ রোড নং ৬ সিডিএ আ/এ, চট্টগ্রাম।
২০। সভাপতি, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, আজিজ কোর্ট, ৮৮/৮৯ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্যঃ-

১। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব (জাহাজ), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান কর্মকর্তা, নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
৭। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার, সমুদ্র পরিবহন অধিদপর, ঢাকা।
৮। যুগ্ম-সচিব(প্রঃ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৯। উপ-সচিব(জাহাজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

বাংলাদেশ ন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের ২১তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম,
সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

সভার তারিখ ঃ ২৬/৯/২০০৫ সময় ঃ সকাল ১১.০০ মিঃ ।

স্থান ঃ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ ।

সভায় উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) ।

উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিদের স্বাগতঃ জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে গত ২৩/২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০তম সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিকক্রমে কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয় । সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ২০তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন । অতঃপর নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

২। ***নাবিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সীফ্যায়ারারদের তথ্য নিয়ে ডাটা বেস তৈরী*** ঃ মহাপরিচালক সীফ্যায়ারারদের তথ্য নিয়ে ডাটা বেস তৈরীর পটভূমি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করে বলেন যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক শিপিং বাজারে নাবিকদের চাহিদা রয়েছে, আন্তর্জাতিক চাহিদা মোতাবেক ইন্টারনেট-এ সীফ্যায়ারারদের তথ্য যাচাই করার ব্যবস্থা করা হলে তাদের চাকুরীর সুযোগ বাড়বে এবং এর ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধি পাবে । এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, ইতোপূর্বে ন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের সভায় বিষয়টি আলোচনা হয়েছিল এবং ভবিষ্যতের জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেসার্স হক এন্ড সন্সের সাথে স্বাক্ষরের জন্য একটি চুক্তিপত্র (ডিড অব এগ্রিমেন্ট) তৈরী করা হয়েছিল । চুক্তির শর্তানুসারে ডাটা বেস তৈরীর পর তারা কোন কপি রাখবে না এবং ডাটা বেসটি সম্পূর্ণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকবে । বিদেশী জাহাজ মালিকগণ তাদের জাহাজে চাকুরী দেয়ার জন্য যে কোন দেশের সরকারের নিকট থেকে নাবিকের তথ্য জানতে চায়, কোন এজেন্ট থেকে নয় । তাছাড়া হক এন্ড সন্সের আগ্রহের প্রেক্ষিতে প্রোগ্রাম তৈরী ও ডাটা এন্ট্রি করার দায়িত্ব দেয়ার পূর্বে অন্যান্য ম্যানিং এজেন্ট, নাবিক প্রতিনিধি ও জাহাজ মালিকদের নিয়ে অধিদপ্তরে সভা করা হয়েছে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বে ডাটা বেস তৈরী ও আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য ডেফার্ড ক্রেডিট স্কীম থেকে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, মন্ত্রণালয় সে সময় প্রস্তাব বিবেচনায় নেয়নি ।

৩। উপস্থিত কর্মকর্তাদের কেউ কেউ হক এন্ড সন্সের দ্বারা কাজটি সম্পাদনের পক্ষে মত দেন এবং কেউ কেউ বিপক্ষে মত দেন । এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, সীফ্যায়ারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গৃহীত মহাপরিচালকের পদক্ষেপটি প্রশংসাযোগ্য এবং কাজটি অবশ্যই করতে হবে, তবে কাজটি অধিদপ্তরের নিজের তত্ত্বাবধানে করা সমীচীন হবে । যেহেতু হক এন্ড সন্স স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে অন্যতম, অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা এতে আপত্তি দিতে পারে । উপস্থিত কর্মকর্তাদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি উক্ত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের এস্টিমেট করা, কাজ সম্পাদনের পর ডাটা আপ-ডেট করার জন্য লোকবল প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন এবং তিনি ডেফার্ড ক্রেডিট স্কীম থেকে এস্টিমেটেড অর্থ ব্যয় করা যায় বলে মন্তব্য করেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ডাটাবেস তৈরী ও আনুষাঙ্গিক কাজের জন্য এস্টিমেট তৈরী করে ডেফার্ড ক্রেডিট স্কীম থেকে উক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে ।

(২) ডাটা বেস চালু হওয়ার পর নিজস্ব জনবল দ্বারা তথ্য হালনাগাদ করার জন্য জনবল প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ।

৪। ***সীফ্যায়ারদের আইডেনটিটি ডকুমেন্ট তৈরী প্রসঙ্গে*** ঃ এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, machine readable সীফ্যায়ারারদের পরিচয় পত্র (আইডেনটিটি ডকুমেন্ট) তৈরীর জন্য আইএলও নির্ধারিত দু'টি কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। একটি কোম্পানী উক্ত কাজের এষ্টিমেট প্রেরণ করেছে । অন্য কোম্পানী কোন জবাব প্রদান করেনি । সে মোতাবেক ৮৪,৩৩,৭৫০/- টাকার বিশেষ বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে । মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জানান যে, অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে । সভার প্রতিনিধিগণ সকলেই সীফ্যায়ারারদের অনুকূলে আন্তর্জাতিক চাহিদানুযায়ী পরিচয়পত্র জারীর কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেন। এ খাতে সরকারী অর্থ ব্যয় করা হলেও পরবর্তীতে পরিচয়পত্র জারীর সময় ফিস গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব খাতে অর্থ আয় হবে । তাছাড়া যাচাইযোগ্য পরিচয়পত্র জারী হলে সীফ্যায়ারারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ

সিদ্ধান্ত ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া গেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

বাস্তবায়নে ঃ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর ।

৫। *নবীন নাবিকদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী জাহাজস্থ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত* ঃ অধিদপ্তরে গত ২৭/৬/০৫ তারিখে এই বিষয়ে সভা করা হয়েছে । সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে ১১/৯/০৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য সকল জাহাজ মালিককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । সভাপতি বিএসসি এবং সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের প্রতি সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করেন । তাঁরা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দেন ।

৬। *বাংলাদেশ কর্তৃক অতি প্রয়োজনীয় আইএমও কনভেনশন অনুসমর্থন* ঃ মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কর্মপরিধির মধ্যে "এডমিরালটি এ্যাক্ট" সংশোধনের প্রস্তাব আছে ।

৭। GMDSS *এর প্রবিধান বাস্তবায়নের জন্য দু'টি বন্দরে* VHF *ষ্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে* ঃ সভায় জানানো হয় যে, গত ১০/০২/০৫ ইং থেকে চবক এর কন্ট্রোল রুমে ভিএইচএফ, ডিএসসি সেট স্থাপন করা হয়েছে মর্মে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অত্র অধিদপ্তরকে অবহিত করেছে ।

৮। *জাহাজের বর্জ্য বিনষ্ট করণ এবং বাংলাদেশ সমুদ্র এলাকা দূষণমুক্ত রাখা প্রসঙ্গে* ঃ এফবিসিসিআইএর প্রতিনিধি বলেন যে, জাহাজের বর্জ্য গ্রহণের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই, এ কাজে জাহাজ প্রয়োজন । জাহাজ থেকে সামান্য বর্জ্য সমুদ্রে ফেলার কারণে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ জরিমানা করছেন । বর্জ্য গ্রহণ সংক্রান্ত সরকারী আদেশ পেলে জাহাজ মালিকগণ তা মানতে সম্মত আছেন । তাই তিনি এফবিসিসিআই এর তরফ থেকে বর্জ্য গ্রহণ ও পরিবেশসম্মতভাবে বিনষ্ট করার একটি স্থায়ী সমাধান দাবী করেন । মহাপরিচালক বলেন যে, অভ্যন্তরীণ নৌযানের বর্জ্যের ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় ইতোমধ্যে একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যা বাস্তবায়নাধীন আছে । বর্তমানে বিবেচ্য বিষয় বিদেশগামী জাহাজের বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে বিনষ্ট করা এবং বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা দূষণমুক্ত রাখা প্রসঙ্গে । চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজ থেকে জমাকৃত বর্জ্যের পরিমাণ সম্পর্কে দু'টি বন্দর থেকেই তথ্য পাওয়া গেছে । প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জমাকৃত বর্জ্য বিনষ্টির জন্য পৃথকভাবে reception facilities ব্যবস্থা গড়ে তোলা ব্যয়সাশ্রয়ী হবে না । তাই সিটি কর্পোরেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিপিএ ও এমপিএ-কে বলার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকা দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে ইতোমধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, উক্ত প্রকল্প প্রস্তাবে তেল, ময়লা ইত্যাদি recycling করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত আছে । উক্ত কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দও পাওয়া গেছে । প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে ।

৯। *বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় জলদস্যুতা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত* ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এ বিষয়ে জানান যে, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড ও নেভীর তৎপরতায় চট্টগ্রাম বন্দর ও বহিঃনোঙ্গর এলাকায় পাইরেসী বহুলাংশে কমেছে । পাইরেসীর সংখ্যা ৫৪ থেকে ১৭-তে নেমে এসেছে । যদিও এগুলোকে পাইরেসী না বলে ছিঁচকে চুরি বলা যেতে পারে । তদুপরি পাইরেসীর কোন ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে বন্দর কর্তৃপক্ষ তৎপর আছে । বর্তমানে সিপিএ কর্তৃক ২টি দ্রুতগামী টহল বোট কোষ্ট গার্ডকে সরবরাহের যে কার্যক্রম চলছে, উক্ত কাজ শেষ হলে পাইরেসী ১০০% ভাগ নির্মুল হবে বলে আশা করা যায়। তিনি আরো জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দর পতেঙ্গায় observation tower তৈরী করছে, টাওয়ারের একটি ফ্লোর বাংলাদেশ নেভীকে ও ১টি ফ্লোর কোষ্ট গার্ডকে দেয়া হবে । টাওয়ার থেকে বহিঃনোঙ্গর এলাকা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের আওতায় আসবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় জলদস্যুতা প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে ।

বাস্তবায়নে ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ।

১০। ফিটার-কাম-ওয়েল্ডার ও কুকের চাহিদা পূরণ ঃ সভাপতি বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সিনিয়র সহকারী সচিবকে নির্দেশ দেন ।

বাস্তবায়নে ঃ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ।

১১। *মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৪৯৮ মোতাবেক মেরিন একাডেমী/ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট এর প্রশিক্ষণের সহায়তায় বাংলাদেশী জাহাজ মালিকদের উপর ফি ধার্য প্রসঙ্গে* ঃ এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জানান যে, অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া বিধি সংশোধন করে প্রেরণ করা হয়েছে । অর্থ সংশ্লিষ্ট বিধায় বিধিটির উপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে । সভাপতি কাজটি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৪৯৮ এর আওতায় প্রণীত বিধিমালার অনুমোদনের ব্যবস্থা নিতে হবে ।

১২। ***স্পনসর গ্রহণের মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যাবলী সম্বলিত পরিসংখ্যান বই ও সিডি তৈরী প্রসঙ্গে*** ঃ মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর জানান যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুগপোযোগী শিপিং পরিসংখ্যান সম্বলিত পরিসংখ্যান বই তৈরীর নিমিত্ত প্রাক্কলন প্রদানসহ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রস্তাব করা হয় যে, এ খাতে সরকারী বাজেট বরাদ্দ না থাকায় বিজ্ঞাপন নিয়ে সে বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বই মুদ্রণ করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিজ্ঞাপন সংগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান তথ্যাবলী সম্বলিত বই ও সিডি মুদ্রণ করবে।

বাস্তবায়নে ঃ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর।

১৩। ***সমুদ্রগামী জাহাজে যোগদানেচ্ছু প্রত্যক্ষ প্রবেশ ক্যাডেটদের সাঁতার এবং IELTS কোর্স বাধ্যতামূলক করা এবং প্রাইভেট মেরিটাইম ট্রেনিং ইন্সটিটিউট কর্তৃক ক্যাডেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে*** ঃ সভায় ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে নাবিকদের IELTS বা TOEFL কোর্স করানোর যুক্তি কি তা জানতে চাওয়া হয়। মহাপরিচালক জানান যে, যে সব প্রত্যক্ষ প্রবেশ ক্যাডেট দেশী ও বিদেশী সমুদ্রগামী জাহাজে যোগ দেয়, তাদের জন্য IELTS বা TOEFL কোর্সের আদলে একটি ইংরেজী কোর্স চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদেশী জাহাজে ইংরেজীতে কথপোকথন করা ও ইংরেজী বুঝা খুবই দরকার। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা প্রত্যক্ষ প্রবেশ ক্যাডেট হিসাবে জাহাজে যোগদান করেন, বর্তমানে তাদের ইংরেজী জ্ঞান প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত বিধায় অনেক জাহাজ মালিক এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে। তাই ক্যাডেট হিসাবে নিয়োগপত্র পাওয়ার পর ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটে একটি কোর্সে অংশগ্রহণ করার পর তারা জাহাজে যোগদানের ছাড়পত্র পাবে। মহাপরিচালকের প্রস্তাবটি খুবই বাস্তবসম্মত এবং এর ফলে বাংলাদেশী ক্যাডেটদের চাহিদা বাড়বে বলে আশা করা যায় মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মহাপরিচালক বলেন যে, ইতোমধ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক কোর্স সিলেবাস প্রণয়ন করে কোর্স চালুর জন্য অধ্যক্ষকে পত্র দেয়া হয়েছে। অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তাছাড়া ক্যাডেটদের সাঁতার জানা বাধ্যতামূলক করার জন্য মেরিন একাডেমী ও ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট উভয় প্রতিষ্ঠানে সাঁতার টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ দু'টি বিষয়ের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।

১৪। ***বিশ্ব নৌ দিবস উদযাপনে বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ*** ঃ মহাপরিচালক বলেন যে, দিবসটি প্রতি বছর উদযাপন করা হয়, কিন্তু অর্থ সংস্থান না থাকায় প্রতি বছর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে কাজটি করা হয়। ফলে যথাযথভাবে পরিকল্পনা করে সুচারুভাবে কাজ সম্পাদন ব্যাহত হয়। বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেলে পরিকল্পনা মাফিক দিবসটি পালন করা সম্ভব হবে। অধিদপ্তর এ খাতে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছে। সভায় তাঁর প্রস্তাবটি সমর্থন করা হয়। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি মহাপরিচালককে নির্দেশ দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিশ্ব নৌ দিবস উদযাপনের জন্য বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১৫। ***স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে "বাংলাদেশ ন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল" এর সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্তি*** ঃ উক্ত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে মন্তব্য করা হয় যে, শুধুমাত্র একটি স্থল বন্দর আছে, যা শিপিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে মেরিটাইম কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে কি-না। মহাপরিচালক বলেন যে, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের অবগত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন এবং সে কারণে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সভার মতামতের ভিত্তিতে স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে মেরিটাইম কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বলে সভায় অভিমত দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষকে মেরিটাইম কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৬। অতঃপর সভাপতির অনুমতি নিয়ে মহাপরিচালক বলেন যে, যোগাযোগের সুবিধার জন্য বর্তমানে নৌযানসমূহে ভিএইচএফ স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। জাহাজ মালিকগণ ভিএইচএফগুলো আমদানী করবে, তবে এ ব্যাপারে টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। জাহাজ মালিকগণ কর্তৃক ভিএইচএফ আমদানীতে সহায়তা করার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করার জন্য জাহাজ মালিকদের কেউ কেউ অনুরোধ করেছেন। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জাহাজ মালিকগণ কর্তৃক ভিএইচএফ আমদানীতে সহায়তা করার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়কে একটি ডি.ও. পত্র প্রেরণ করবে।

সভায় আর কোন বিষয় আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলের উপস্থিতি এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বা/-২৫/১০/০৫
(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
সচিব

ঃ(স্বাক্ষরের ভিত্তিতে)

১। ক্যাপ্টেন এ,কে,এম, শফিকউল্লাহ, মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা ।
২। জনাব আনোয়ারুল করিম, যুগ্ম-সচিব (পুলিশ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৩। কমান্ডার মনিরুল ইসলাম, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা ।
৪। ক্যাপ্টেন মোঃ শরিফুল আহসান, হারবার মাষ্টার, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাগেরহাট ।
৫। ক্যাপ্টেন জিল্লুর রহমান ভুঁইয়া, অনারারী সেক্রেটারী, নটিক্যাল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ, বাড়ী নং ৩০৬ বি (৩য় তলা), রোড নং ২, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম ।
৬। জনাব মোঃ গোলাম রসুল, পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১,কাওরান বাজার, ঢাকা ।
৭। জনাব ফারুক আহমেদ, সেক্রেটারী জেনারেল, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ, মুন ম্যানসন, ১২, দিলকুশা বা/এ, চট্রগ্রাম ।
৮। জনাব এ কে এম জাহিদ, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্রগ্রাম ।
৯। গাজী বেলায়েত হোসেন, পরিচালক, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ।
১০। জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সহকারী প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ।
১১। জনাব মোঃ জিয়াউল হক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, প্লট নং ই/১৬, আগারগাঁ, ঢাকা ।
১২। জনাব এস. এম. মাহফুজুল হক, নির্বাহী পরিচালক, মেসার্স এইচআরসি শিপিং এবং সেক্রেটারী, বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি, ৪/এফ, টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা ।
১৩। জনাব আরিফুর রহমান অপু, সিনিয়র সহকারী সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
১৪। কমান্ডার মনিরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (অপস), বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, হেড কোয়ার্টার, ডিওএইচএস, জোয়ার সাহারা, বারিধারা, ঢাকা-১২০৬।
১৫। ক্যাপ্টেন বিএন এম এন হুদা, বাংলাদেশ নেভী, সদর দপ্তর, ৫, বনানী, ঢাকা ।
১৬। ডঃ মোঃ পারভেজ সাজ্জাদ আকতার, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, চট্রগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ ভবন, ১০৮০ শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম।
১৭। জনাব এ.এস.এম. সাহাদাত হোসেন, চেয়ারম্যান, চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্রগ্রাম ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা)
ঢাকা-১০০০

নং ডিজিসেল/০০৩/এনএমসি/০৫/ ৩০২১(১৮)

তারিখ ঃ ৩১/১০/২০০৫

অনুলিপি, সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য ঃ
(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। প্রধান কর্মকর্তা, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম ।
২। কমান্ডান্ট, মেরিন একাডেমী, চট্রগ্রাম ।
৩। অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্রগ্রাম ।
৪। ক্যাপ্টেন কে,এম, জসীমউদ্দীন সরকার, নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌ বাণিজ্য অফিস, পুরাতন মংলা বন্দর ভবন, খুলনা
৫। জনাব সি.এফ. জামান, কান্ট্রি ম্যানেজার, Germanisher Lloyds Bangladesh, স্যুট নং ৭০২ (৭ম তলা), সাউথ ল্যান্ড সেন্টার, ৫, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম ।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৭। যুগ্ম-সচিব (প্রঃ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৮। উপ-সচিব (জাহাজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।
৯। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা ।
১০। সভাপতি, ইন্সটিটিউট অব মেরিন ইঞ্জিনিয়ার্স, বাড়ী নং ২৬১ (নীচ তলা), রোড নং ৬, সিডিএ আ/এ, চট্রগ্রাম।
১১। সভাপতি, ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, আজিজ কোর্ট, ৮৮/৮৯ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্রগ্রাম।

(মুহম্মদ আহসান আলী)
পরিচালক